MAR 10 2002

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

দৈনিক ইনকিলাব

'০৪ সাল থেকে মাদ্রাসার ফাযিল ও কামিলকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মান প্রদানের সুপারিশ

আহমদ সেলিম রেজা ॥ ২০০৪ সাল থেকে মাদ্রাসার ফাযিল ও কামিলের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষামান কার্যকর করার বিষয়ে সুপারিশ করেছে সরকার গঠিত মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও ইসলামী শিক্ষা সংস্কার কমিটি। মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়নে একটি এফিলিয়েশন ক্ষমতাসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়েও তারা ঐকমত্যে পৌঁছেছে। এ লক্ষ্যে একটি প্রকল্প প্রস্তাবও কমিটি অনুমোদন করেছে। গাজীপুরে অবস্থিত মাদ্রাসা শিক্ষা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে প্রস্তাবিত এফিলিয়েটেড

১৪-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

ফাজিল ও কামিল

৮-এর পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস হিসেবে ব্যবহারের বিষয়ে কমিটি সুপারিশ করেছেন। ২০০৩ সালে অনুষ্ঠিতব্য মাদ্রাসার ফাজিল শ্রেণীর পরীক্ষা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গাজীপুরের অস্থায়ী ক্যাম্পাস থেকে পরিচালনার বিষয়েও কমিটিতে সিদ্ধান্ত হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থরক্ষায় অবশেষে কমিটির সকল সদস্য নিজেদের মতবিরোধ মিটিয়ে সকল বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছতে পেরেছে। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও ইসলামী শিক্ষা সংস্কারের লক্ষ্যে এই কমিটি গঠন করেছিল। কিন্তু এক পর্যায়ে কমিটির সদস্যরা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মাদ্রাসা শিক্ষার এফিলিয়েশন প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে এবং কমিটি সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত ভিসি প্রফেসর ডঃ মোস্তাফিজুর রহমান উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান। কমিটির অপরাপর সদস্যরা হলেন, ডিজি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতর, চেয়ারম্যান, এনসিটিবি, মহাপরিচালক নায়েম, চেয়ারম্যান মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, চেয়ারম্যান মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের মহাসচিব মাওলানা আব্দুল লতিফ, দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক মাওলানা কবুল আমীন খান, তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা যয়নুল আবেদীন, মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক জমিরউদ্দিন, প্রফেসর ময়েজউদ্দিন, প্রফেসর আব্দুল খালেক, ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা নূর মোহাম্মদ প্রমুখ।

মাদ্রাসার ছাত্রদের দীর্ঘদিনের দাবীর প্রেক্ষিতে সরকার ১৯৮৬ সালে দাখিলকে সরাসরি এসএসসি ও আলিমকে ১৯৮৮ সাল থেকে সরাসরি এইচএসসির মান প্রদান করে। কিন্তু ফাজিল ও কামিলকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষামান প্রদানে বিগত সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বর্তমান সরকার ফাজিল ও কামিলকে শিক্ষামান প্রদানের লক্ষ্যে এই কমিটি গঠন করে। কমিটি মাদ্রাসার ইবতেদায়ী শিক্ষাস্তরকে সরকারের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান ও ইবতেদায়ী মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে বিনামূল্যে বইসহ সরকারের খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় আনারও প্রস্তাব করেছে।